যায়যায়দিন

তারিখ 22 JUN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

একাদশ শ্রেণির ভর্তিতে গলাকাটা ফি আদায়

যাযাদি রিপোর্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে টাকার পরিমাণ বেঁধে না দেয়ায় রাজধানীর বেসরকারি কলেজগুলো একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ইচ্ছামতো টাকা আদায় করছে।

রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় ১০টি কলেজে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি হতে খরচ হচ্ছে ৮ থেকে ২৫ হাজার টাকা।

গত ১৭ জুন ভর্তির জন্য মনোনীতদের তালিকা প্রকাশের পর এখন কলেজ

ভর্তিতে : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

ভর্তিতে : একাদশ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গুলোতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি পর্ব চলছে। আগামী ১ জুলাই থেকে একাদশ শ্রেণিতে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন জানান, এখন পর্যন্ত বাড়তি ফি আদায়ের অভিযোগ নিয়ে কেউ আসেনি। অভিযোগ আসলে অবশ্যই খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্রগুলো বলছে, সরকারের খামখেয়ালি আচরণের জন্য ছাত্রছাত্রীদের ভুগতে হচ্ছে। এবারের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমলা চূড়ান্ত হয় গত ২৭ মে। ওই নীতিমালায় শুধুমাত্র কয়েকটি খাতের জন্য ফি নির্ধারণ করে দেয়া হয়। কিন্তু ভর্তির সময় সর্বোচ্চ কত টাকা নেয়া যাবে তা বলে দেয়া হয়নি। নীতিমালা করার আগে কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে মন্ত্রণালয়ে একটি সভা হয়। এ সভায় একজন অধ্যক্ষ ভর্তিতে সর্বোচ্চ কত টাকা নেয়া যাবে তা বেঁধে দেয়ার প্রস্তাব করলেও তা করা হয়নি। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিশ্বাস কলেজগুলো দায়িত্বশীল আচরণই করবে।

নীতিমালায় কেবল রেজিস্ট্রেশন, ক্রীড়া, রোভার বা রেঞ্জার, রেড ক্রিসেন্ট, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বার্ষিক ক্রীড়া ফি মিলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য মোট ৩৯২ টাকা দেয়ার কথা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন অভিভাবক বলেন, তিনি তার ভাগ্নিকে ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজে ভর্তির সময় সাড়ে ১৬ হাজার টাকা দিয়েছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে রসিদ দিয়েছে। সেখানে ২১টি খাতের উল্লেখ আছে। তবে কোন খাতে কত টাকা নেয়া হয়েছে তার উল্লেখ নেই।

শীর্ষস্থানীয় কলেজগুলোর মধ্যে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও মতিঝিল আইডিয়াল কলেজ এ বছর আট হাজার টাকা নিয়েছে, যা অন্যদের তুলনায় কম। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, আগে থেকে নো ভর্তির সময়ে এই দুটি প্রতিষ্ঠান বাড়াবাড়ি করত। কিন্তু স্কুলে ভর্তির সময় বেশি টাকা নিয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফেরত বা সমন্বয় না করায় এই দুই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের বেতনভাতা বাবদ মাসিক সরকারি অনুদান (এমপিও) বন্ধ করে দেয়া হয়। এ কারণেই প্রতিষ্ঠান দুটি এবার বেশি টাকা নিচ্ছে না।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মাইলস্টোন কলেজ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ২০ হাজার ৩৭০ টাকা, বাণিজ্য বিভাগে ১৫ হাজার ৩৫০ টাকা এবং কলা বিভাগে ১২ হাজার ৩৭০ টাকা নিচ্ছে, মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং উত্তরা রাজউক মডেল কলেজে ভর্তি খরচ পড়ছে ১২ হাজার টাকা, ঢাকা সিটি কলেজে ১৭ হাজার ৬১৭ টাকা নিয়েছে। এই কলেজগুলোর মধ্যে মনিপুর বাদে বাকিগুলো এমপিওভুক্ত নয়।

উল্লেখ্য এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনভাতা বাবদ মাসে সরকার থেকে টাকা দেয়া হয়। কিন্তু বাকিগুলোতে সরকার থেকে টাকা না দেয়ায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চায় না সরকার।